যুগান্তর

তারিখ 14 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

নাচোলে প্রাথমিকের জমিতে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম

রাজশাহী ব্যুরো

আবদুস সালাম। পেশা শিক্ষকতা। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি দখল করে প্রতিষ্ঠা করেছেন উচ্চ বিদ্যালয়। সেই বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক তিনি। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই নামেন নিয়োগ বাণিজ্যে। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগের নামে টাকা কামাই করেছেন। গত ১৫ বছর আগে এমপিওভুক্তিও হয়েছে ওই বিদ্যালয়। শিক্ষকরা এমপিওর টাকাও তুলে যাচ্ছেন ঠিকঠাক মতো। সালাম মাস্টার আগে ছিলেন মাত্র চার বিঘা জমির মালিক। বর্তমানে প্রায় শত বিঘা জমির মালিক হয়েছেন সালাম মাস্টার। শুধু প্রাইমারি স্কুলের নয় আশপাশের আদিবাসীদেরও জমি দখলের অভিযোগে মামলাও রয়েছে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু মামলা করেও কোনো ফল হয়নি। প্রায় ২৫ বছর ধরেই দাপটের সঙ্গে স্কুল চালিয়ে যাচ্ছেন। তার দাপট ও টাকার কাছে হার মানতে হয় সবাইকে। তাই এলাকার লোকজন আর 'ঝামেলায়' জড়াতে চান না সালাম মাস্টারের সঙ্গে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার রাজবাড়ীহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালামের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এসেছে যুগান্তরের কাছে। জানা গেছে, নিভৃতপল্লী রাজবাড়ীহাটে ১৯৩০ সালে প্রাইমারি স্কুল খোলা হয়। স্থানীয়ভাবে এ স্কুলটি প্রতিষ্ঠায় যারা বিশেষভাবে অবদান রেখেছেন তার মধ্যে লালচাঁদ মণ্ডল ছিলেন অগ্রণী ভূমিকায়। তিনি এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে নিজেই ওই স্কুলের জন্য ৩৮ শতাংশ জমি দেন। তার ওই জমির একাংশে ১৯৪৭ সালে স্কুলের ভবন নির্মিত হয়। পাশাপাশি স্কুলের মাঠের জন্য তিনি একই দাগে আরও ৫৮ শতাংশ জমি স্কুলের নামে দেন। তিনি স্কুলের সেক্রেটারি

চলছে বেপরোয়া নিয়োগ বাণিজ্য

হিসেবে এই ৮৮ শতাংশ জমির (দাগ নং ৪৪০) খাজনাও পরিশোধ করেন। এরপর দেশ স্বাধীনের পর জরিপ শুরু হলে তিনি এই জমি সরকারের নামে নামজারি করেন। তারপর থেকেই স্কুলের নামে দেয়া ওই জমির খাজনা পরিশোধ করছে সরকার। এদিকে, ১৯৮৭-৮৮ সালের দিকে সরকারি এই প্রাইমারি স্কুলের ভবন পাকা হয়। ফলে স্কুলের মাটির ভবনটি অতিরিক্ত হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ১৯৮৯ সালের দিকে এই প্রাইমারি স্কুলের পাশেই ৪৪১নং দাগে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এলাকবাসীর কাছে অনুদান নেয়া শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দা খাজের আলীর ছেলে আবদুস সালাম। সে সময় প্রাইমারি স্কুলের প্রায় পরিত্যক্ত মাটির ভবনটি কিছু দিনের জন্য হাইস্কুলের কাজে ব্যবহারের মৌখিক অনুমতি নেন আবদুস সালাম। তিনি নিজেই প্রধান শিক্ষক হন। আর স্কুলের সভাপতি হিসেবে মদন কুমার বারোয়ারকে দায়িত্ব দেন। এদিকে, হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্তই হল অখণ্ড ১৫০ শতক জমি থাকতে হবে। কিন্তু এই শর্তও মানেননি সালাম মাস্টার। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ও সভাপতি মদন কুমার মিলে জালিয়াতির মাধ্যমে প্রাইমারি স্কুলেরই পুরনো ভবনসহ জমি ও আসবাবপত্র হাইস্কুলের দেখিয়ে ১৯৯৫ সালে এমপিওভুক্ত করেন। জমি জালিয়াতির অভিযোগও দীর্ঘদিন ধরে গোপন ছিল। স্কুলটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক নিয়োগের নামে লাখ লাখ টাকা নিয়েছেন। স্কুলের নামে ডোনেশন নেয়া হলেও তা স্কুলের উন্নয়নে খরচ করা হয়নি। এরপর থেকে এলাকায় তার দাপট বাড়তে থাকে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, স্কুলের এসব টাকা দিয়েই তিনি নিজের সম্পত্তি বাড়িয়েছেন। জানা গেছে, ২০১২ সালের ডিসেম্বরে হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম তার স্কুলের সম্পত্তি দাবি করে প্রাইমারি স্কুলের ওই পুরনো মাটির ভবন ভেঙে ছাউনির টিন ও দরজা-জানালাসহ আসবাবপত্র দখলে নেন। এ ঘটনার পর সালাম মাস্টারের জমি জালিয়াতির বিষয়টি জানাজানি হলে থানায় মামলা ও জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ করে প্রাইমারি স্কুল কমিটি। কিন্তু সালামের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। পরে বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করেন প্রাইমারি স্কুলের পক্ষে প্রধান শিক্ষক আনোয়ারুল ইসলাম। মামলাটি আদালতের নির্দেশে তদন্তের পর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুস সালাম, সভাপতি মদন কুমার ও কমিটির সদস্য রফিকুল ইসলামকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে কিছুদিন জেলহাজতে থাকার পর তারা জামিনে বেরিয়ে আসেন। জামিনে মুক্তি পেয়ে সালাম মাস্টার ওই মামলার সাক্ষীদের বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন। অভিযোগ অস্বীকার করে আবদুস সালাম তিনি যুগান্তরকে বলেন, এটি পৈরোত্তর সম্পত্তি। দাতা শুধু ৫০ শতাংশ জমি প্রাইমারি স্কুলের নামে দিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৭২ সালে রেকর্ডের সময় ভুল করে ৮৮ শতাংশই প্রাইমারির নামে রেকর্ড হয়ে যায়। তবে রেকর্ড সংশোধনের জন্য মামলা করা হয়েছে। তবে এই তথ্য বিভ্রান্তিকর জানিয়ে নাচোলের সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. মোত্তালিব যুগান্তরকে বলেন, প্রাইমারি স্কুলের জমি জাল করেই হাইস্কুলটি করা হয়েছে।